প্রায় ২ বছর পর ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সংগৃহীত ছবি

দীর্ঘ ২ বছরের ক্রমবর্ধমান পতনের আবারও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঘর ছাড়িয়েছে। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের হিসাব মতে রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারে (বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাব অনুযায়ী); যা ২০২৩ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ। অল্প সময়ে এই প্রবৃদ্ধির পেছনে প্রবাসী আয়ের উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বগতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া বড় অঙ্কের ঋণকে প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, আইএমএফ-এর ২য় ও ৩য় কিস্তির ১.৩৪ বিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাংকের বাজেট সহায়তার বাকি ১৫ কোটি ডলার বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) রিজার্ভে যোগ হয়েছে। এর ১ দিন আগেই আসে বিশ্বব্যাংকের আরও ৩৫ কোটি ডলার। ফলে আগের দিনের ২২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার থেকে রিজার্ভ বেড়ে তা ২৪ বিলিয়ন ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রস হিসাব অনুসারে মোট রিজার্ভ এখন ২৯ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এ উন্নয়ন সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে রিজার্ভ হ্রাস পাচ্ছিল, যা বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি করছিল। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ২০২২ সালের আগস্ট মাসে, ৪৮ বিলিয়ন ডলার। যা অর্থপাচারসহ নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় দেশের রিজার্ভ নেমে গিয়েছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে। সেখান থেকে এখন তা প্রায় সাড়ে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে।